24 JUL 2008

গঠনতন্ত্রের চর্চা নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগে আঞ্চলিকতার পুরোনো ধারা

শরিফুল ইসলাম হাসান

গঠনতন্ত্রের ২১ (ক) ধারা অনুযায়ী প্রতিবছর সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জেলা বা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন হওয়ার কথা। ২১-এর (খ) ধারা অনুযায়ী এর আগে সম্মেলনের মাধ্যমে উপজেলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটিগুলো গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের ওই গঠনতন্ত্র কেবল কাগজেই আছে। প্রতিবছর কমিটি গঠনের কথা থাকলেও একই নেতৃত্ব চলছে বছরের পর বছর।

গঠনতন্ত্রের ১০ (খ) ধারা অনুযায়ী এক বছরের মেয়াদ শেষে কমিটিগুলো নবনির্বাচিতদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন না হলে কমিটিগুলো এমনিতেই বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে গঠনতন্ত্রের এসব ধারা মেনে চলার নজির খুবই কম।

গঠনতন্ত্রের ৫-এর (ক) ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনূর্ধ্ব ২৭ বছর বয়সী যেকোনো ছাত্র বা ছাত্রী প্রাথমিক সদস্যপদ পূরণ করে দলের সদস্য হতে পারবেন এবং প্রতি বর্ষে এই সদস্যপদ নবায়ন করতে হবে। এই প্রাথমিক সদস্যরাই পরে শীর্ষ পদে নির্বাচন করবেন। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ছাত্রলীগে এখন আর ওই সংস্কৃতি নেই। এখন আগে নেতা হন, পরে দলের সদস্যপদ নেন। অনেকে সদস্যপদ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন না। আবার ছাত্র না হয়েও ছাত্রলীগের নেতা হয়ে গেছেন অনেকেই।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, গঠনতন্ত্র পুরোপুরি মেনে চললে ছাত্রলীগ অনেক ভালো থাকত। একই কমিটি বছরের পর বছর বহাল না থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কমিটি হলে দলে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠত। অনেক সমস্যাই থাকত না।

দীর্ঘ ছয় বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের ১২টি হল কমিটি গঠনের তোড়জোড় চলছে। নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, গঠনতন্ত্রে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও আগের মতোই প্রাধান্য পাচ্ছে আঞ্চলিকতার হিসাব-নিকাশ। এছাড়া পদ কেনা-বেচা নিয়ে শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে টাকা লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে আগের মতো।

বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা অভিযোগ করেছেন, তিন বছর ছাত্রদল করে সম্প্রতি পুরোপুরি ছাত্রলীগের নেতা বনে গেছেন একজন। তিনি ছাত্রদলের হয়ে একসময় হলের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদেরও পিটিয়েছেন। কিন্তু একটি অঞ্চলে বাড়ি বলে তিনি পদ পেতে যাচ্ছেন বলে শোনা যায়। কর্মীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির একজন শীর্ষ নেতা বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল এবং আরেকজন বরিশালের নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন হলের কমিটি করতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল এবং জগন্নাথ হলের দুজন সভাপতি প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে যাঁদের বাড়ি পটুয়াখালীতে। এদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সরাসরি শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

ছাত্রলীগ জহুরুল হক হল শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, বিভিন্ন হলের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরা সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছেন।

সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের একজন কর্মী বলেন, সবার সামনে সৎ সাহস নিয়ে নেতা-কর্মীদের মতামত সাপেক্ষে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হোক। একই দাবি করেছেন এফ রহমান হলের ছাত্রলীগের কর্মী মশিউর রহমান রুবেলসহ বিভিন্ন হলের নেতা-কর্মীরা। ২০০২ সালের এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হল কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সে সময় দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন লিয়াকত শিকদার। ২০০৪ সালে এ কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও যথাসময়ে নতুন কমিটি হয়নি। ২০০৬ সালের এপ্রিলে কেন্দ্রীয় ও অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিগুলোর মেয়াদও শেষ হতে চলেছে। কিন্তু হল শাখায় কোনো কমিটি এখনো হয়নি।

ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, কর্মীদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত যোগ্যদের নিয়েই হল কমিটিগুলো গঠন করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নজরুল সাকিব বাদশা বলেন, কয়েকটি হলে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় কমিটি গঠনে বিলম্ব হচ্ছে। তবে দ্রুত কমিটি দেওয়া হবে।